গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

সেপ্টেম্বর/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	মোঃ আরিফুর রহমান অপু। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়ঃ	১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮; বেলা ১০:০০ টা.
সভার স্থানঃ	খাদ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষ।
সভার উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট 'ক' (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় এটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর এজেন্ডা অনুযায়ী উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) সভার কার্যক্রম তুলে ধরলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১।	পরিদর্শন	ক) সভায় মহাপরিচালক মহোদয় পাবনা জেলার মুলাডুলি সিএসডিতে চালের গুণগত মান এর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহীকে জিজ্ঞাসা করেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী জানান যে, বিষয়টি তদন্ত করে ১০/৯/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কমিটিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেলে তা পর্যালোচনা করে জানানো হবে। এছাড়া গত সভায় মুলাডুলি সিএসডিতে সংগৃহীত বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল ও সার্বিক শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। মুলাডুলি সিএসডিতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। খামালের মধ্যে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল কখন সংগ্রহ করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়।	ক) মুলাডুলি সিএসডিতে চালের গুণগত মান বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিদপ্তরকে জানাতে হবে। মুলাডুলি সিএসডি'র শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে। বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		খ) রাজশাহীর নওহাটা এলএসডিতে ঢাকা ১৪-৯৭১৫ নং গাড়ীতে আগত চালের মান ভাল নয়, পুরাতন বস্তা, বস্তার গায়ে মিল ও গুদামের নাম নেই। বর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেন।	খ) প্রাপ্ত চালের মান খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	
		গ) চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট সিএসডি, পটিয়া এলএসডি ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সরাইল এলএসডিতে সংগৃহীত চালে আর্দ্রতা ও ভাংগা দানার পরিমাণ বেশী এবং পটিয়া এলএসডির মজুতে জীবন্ত পোঁকার উপস্থিতি সম্পর্কেও আলোচনা হয়। একই সাথে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহের সঙ্গে দায়ীদের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। কোনভাবে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহ করা যাবে না মর্মে সভায় উপস্থিত সকলকে সতর্ক করা হয়।	গ) (i) চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট সিএসডি, পটিয়া এলএসডি ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সরাইল এলএসডিতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহের সঙ্গে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ii) পটিয়া এলএসডির মজুত পোকামুক্ত করতে হবে।	
		ঘ) জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ীর খাদ্য গুদামের বোরো, ১৮ মৌসুমে সংগৃহীত চালের গুণগত মান পরীক্ষার প্রতিবেদন গত সভায় পাওয়া যায়নি। আগামী সভায় প্রতিবেদন সম্পর্কে জানানোর জন্য সংগ্রহ বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা সরিষাবাড়ী এলএসডি পরিদর্শনকালে সংগৃহীত চালে বিবর্ণ দানার আধিক্য দেখে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সতর্ক করেন।	ঘ) জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী এলএসডির চালের গুণগত মান পরীক্ষার প্রতিবেদন সম্পর্কে জানাতে হবে।	

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঙ) পিরোজপুর জেলার ইন্দেরহাট এলএসডি ও কাউখালী এলএসডিতে রেকর্ডপত্র হালনাগাদ নেই। রেকর্ডপত্র হালনাগাদ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। চ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর কর্তৃক গত আগস্ট মাসে পরিদর্শনকৃত অধিকাংশ এলএসডিতে সংগৃহীত চালে বিবর্ণ দানা, ভাঙ্গা দানা, অর্ধসিদ্ধ দানা ও ফ্যানিং ত্রুটি দেখেছেন। উক্ত ত্রুটিসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল কেনার বিষয়ে সতর্ক করেন। দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন। ছ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেটের আগস্ট, ১৮ মাসে পরিদর্শনকৃত শ্রীমঙ্গল, রাজনগর, তাহিরপুর, মধ্যনগর, ধর্মপাশা, সাচনা ও কুলাউড়া এলএসডিসমূহে টোকেন মানি বাকী রয়েছে। দ্রুত টোকেন মানি পরিশোধ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়। যথাসময়ে কেন টোকেন মানি পরিশোধ করা হয়নি, তা অধিদপ্তরকে জানাতে বলা হয়।	ঙ) পিরোজপুর জেলার ইন্দেরহাট এলএসডি ও কাউখালী এলএসডির রেকর্ডপত্র হালনাগাদ করতে হবে। চ) রংপুর বিভাগের পীরগঞ্জ, পলাশবাড়ী, কামদিয়া, গোলাপবাগ, সৈয়দপুর, তারাগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম সদর এলএসডিতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ছ) সিলেট বিভাগের শ্রীমঙ্গল, রাজনগর, তাহিরপুর, মধ্যনগর, ধর্মপাশা, সাচনা ও কুলাউড়া এলএসডির বাকী টোকেন মানি দ্রুত পরিশোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
২।	মামলা ও আইনগত কার্যক্রম	ক) মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটির ডাটাবেজ আপডেট রাখার বিষয়ে সভাপতি মহোদয়সহ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ আলোচনা করেন। আলোচনান্তে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন সংস্থাপনা হতে প্রতিমাসে মামলা সংক্রান্ত যে হার্ড কপি আইন উপদেষ্টার দপ্তরে প্রেরণ করা হয়, সেটি ডাটাবেজের সাথে মিলিকরণ করা হলে দেখা যায় অধিকাংশ সংস্থাপনার সাথেই ডাটাবেজের মিল নেই । সফটওয়্যার পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, কিছু কিছু মামলা অনেক আগেই নিস্পত্তি হয়েছে সেগুলোও আপডেট করা হয়নি । এসব সমস্যার দিকে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের দৃষ্টি আকষর্ণ করা হয়। সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ যদি মাঝে মাঝে নিজেরাই দু-একটি মামলা তথ্য সফটওয়্যারে চেক করেন তা হলে দেখা যাবে মামলার হালনাগাদ তথ্য ঠিকমত হচ্ছে। আলোচনার একপর্যায়ে পরিচালক, প্রশাসন মহোদয় যে সকল সংস্থাপনা হতে মামলার তথ্য ইনপুট দেয়া হয়নাই তার একটি তালিকা বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টাকে সরবরাহ করতে অনুরোধ করেন। খ) **The Food (Special Courts) Act, 1956 এবং (২) The Food Grains Supply (Prevention of Prejudical Activity) Ordinance 1979** উক্ত আইন দুইটির উপর স্টেক হোল্ডালগণের নিকট হতে মতামত চাওয়া হয়েছে অধিকাংশ সংস্থাপনা হতে এখন পর্যন্ত কোন মতামত পাওয়া যায়নি । তবে, আখানি, রংপুর, আখানি, বরিশাল, এবং জেখানি, ঢাকা, ও জেখানি ঝালকাঠি হতে মতামত পাওয়া গিয়েছে ।	ক) যে সকল সংস্থাপনা হতে মামলার হালনাগাদ তথ্য আপডেট করা হচ্ছে না তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। খ) উক্ত আইন দুইটি বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করে বাংলা ভাষায় খসড়া প্রস্তুত করে পরিচালক সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগকে পরবর্তী কর্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	পরিচালক(সকল)/ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট/সিস্টেম এনালিস্ট।

মোঃ আরিফুর রহমা
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢ

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৩।	খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম	সভায় অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০১৮ বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় বোরো ২০১৮ মৌসুমে বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহের বিষয়ে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া সংগ্রহের নির্ধারিত সময়সীমা ১৫/৯/২০১৮ তারিখের মধ্যে বোরো সংগ্রহ ২০১৮ এর ধান-চালের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) বোরো ২০১৮ মৌসুমে ধান ও সিদ্ধ/আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংগ্রহ নীতিমালার আওতায় বিনির্দেশ সম্মত ধান/চাল সংগ্রহ করতে হবে। কোন ক্রমেই সংগ্রহ নীতিমালা ও বিনির্দেশের ব্যত্যয় ঘটানো যাবেনা। (খ) সংগ্রহের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার পুরো ধান-চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।	(১) সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
৪।	খাদ্যশস্য চলাচল	ক) পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন বিষয়ে পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, আগস্ট/২০১৮ এর ১ম পাক্ষিক পর্যন্ত সকল বিভাগ হতে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। কোন গড়মিল পাওয়া যায়নি।	ক) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ই-মেইল/ফ্যাক্স এ নিয়মিতভাবে যথাসময়ে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		খ) মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম নিয়োগ বিষয়ে পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম নিয়োগের লক্ষ্যে চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ০৫/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮৩.৪৯.০১২.১৭-২০১৬ নং স্মারকে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ১৮/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হবে।	খ) পিপিআর অনুসরণপূর্বক দ্রুত মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ।
		গ) সাইলো অধীক্ষক, মোংলা জানান যে, মোংলা সাইলোতে গমের মজুত ৩৩,৬৬৩ মে.টন। উক্ত গম দ্রুত বিলি বিতরণ করা না হলে গমের মানের ক্রমাবনতি হতে পারে। পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো জানান যে, মোংলা সাইলোর গম দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মোংলা সাইলো হতে বরিশাল বিভাগে ৪টি সূচির অধীনে ৫,৪০০ মেঃটন গমের চলাচল সূচি জারি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০৫০ মেঃটন পরিবাহিত হয়েছে। এছাড়া মোংলা সাইলো হতে বাঘাবাড়ী ঘাটের মাধ্যমে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে চলাচল সূচির অধীনে ১১,৯০০ মেঃটন গমের চলাচল সূচি জারি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫,৩২৫ মে.টন পরিবাহিত হয়েছে।	গ) (i) মোংলা সাইলো'র মজুত পুরাতন গম দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা, সাইলো অধীক্ষক, মোংলা, চসনি-খুলনা ও সহকারী রসায়নবিদ, খুলনা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো। কমিটি মোংলা সাইলো মজুতকৃত পুরাতন গম দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর প্রতিবেদন প্রদান করবেন। (ii) মোংলা সাইলো হতে নৌপথে জারীকৃত গমের সূচিসহ সকল সূচি মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে। সড়ক ও নৌপথে যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্য পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদারদের শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো/সাইলো অধীক্ষক, মোংলা সাইলো, মোংলা/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী/ রংপুর/বরিশাল।
		ঘ) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ বলেন, রাজশাহী ও রংপুরসহ সারা দেশে সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার জন্য রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ হতে ১৭টি চলাচল সূচির মাধ্যমে অন্য বিভাগে ১,৬৬,৭৮৫ মেঃটন চালের সূচি জারি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৬,৫৫৪ মে.টন চাল পরিবাহিত হয়েছে।	ঘ) (i) সংগ্রহ সফল করার লক্ষ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ হতে চালের চলাচল সূচি জারি অব্যাহত রাখতে হবে। (ii) খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ওয়ারেন্টি মোতাবেক খাদ্যশস্য বিতরণ করতে হবে। (iii) খাদ্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে সদ্য সংগৃহীত খাদ্যশস্য বিলিবিতরণ করা যাবে না। (iv) সূচির আওতায় খাদ্যশস্য প্রেরণ ও প্রাপ্তিকালে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের প্রত্যয়ন নিশ্চিত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো/সরসরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।

মোঃ আরিফুর রহমান
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢা

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঙ) নবনির্মিত সান্তাহার ওয়ারহাউজে খাদ্যশস্য মজুত, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	ঙ) দ্রুত কমিটিকে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী এবং অতিরিক্ত পরিচালক, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ।
		চ) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ বলেন যে, ১৯৭০ সালে ৫টি সাইলো নির্মিত হওয়ার পরে ১৯৯৯/২০০০ সালে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও সান্তাহার সাইলো আংশিক বিএমআরই করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সকল সাইলোর হপার স্কেল ও জেটি, বিভিন্ন ধরনের কনভেয়র মেরামত ও ব্যাগিং হাউজের সংস্কার প্রয়োজন।	চ) সাইলোসমূহের বিএমআরআই করার ব্যাপারে পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া উক্ত বিভাগ হতে সকল সাইলোর বিভিন্ন সংস্কার/মেরামত নিয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চসসা ও পউকা বিভাগ, সকল সাইলো অধীক্ষক
৫।	বেসরকারি পর্যায়ে গুদামের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা এবং খাদ্যশস্যের লাইসেন্স সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী আমদানিকারক, পাইকারী ও খুচরা খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী এবং চালকল মালিকদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে পাক্ষিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) খাদ্যশস্য লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইসেন্সবিহীন সকল ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতাভূক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) নির্ধারিত ছক মোতাবেক লাইসেন্স ও মজুত সংক্রান্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইপূর্বক নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে প্রেরণ করতে হবে। (খ) জেলা/উপজেলা পর্যায়ে লাইসেন্সের আওতায় আসার যোগ্য ব্যবসায়ীদের তালিকাসহ প্রতিবেদন অবিলম্বে সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগে প্রেরণসহ লাইসেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৬।	ওএমএস কার্যক্রম	ডিলারদের বর্তমান পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সুষ্ঠুভাবে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে চলমান ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়ে কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৭।	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	সদ্য সংগৃহীত বোরো আতপ চাল বিলি-বিতরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলায় সকল খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওয়ারেন্টি অনুসারে আতপ চাল বিলি বিতরণ করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য বিভাগ হতে চলাচল সূচির মাধ্যমে আতপ চাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে চাহিদা অনুযায়ী এনে তা বিলি বিতরণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/চসসা বিভাগ/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
৮।	বাজারদর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন	আটার বাজার দর নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূবর্ক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করতে হবে। যেহেতু আটার বাজার দর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেহেতু চলমান ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় আটা বিক্রয় কার্যক্রম মনিটরিং আরও জোরদার করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৯।	রাজস্ব বাজেটের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ কার্যাদি	ক) সভায় মহাপরিচালক ডিজিটাল ওয়ে ব্রিজ ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ওয়ে ব্রিজ থাকলে তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে মর্মে আলোচনা হয়। মাঠ পর্যায়ে ওয়ে ব্রিজ থাকা সত্বেও ব্যবহার করা হচ্ছে না। মহাপরিচালক বলেন কেউ ওয়ে ব্রিজ ব্যবহার না করলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাঠ	ক) ইলেকট্রিক ওয়েব্রীজ স্কেল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পুরাতন যান্ত্রিক ওয়েব্রীজ স্কেল এবং যান্ত্রিক প্লাটফরম স্কেল মেরামত করার জন্য পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ/সাইলো অধীক্ষ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

মোঃ আরিফুর রহমান
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সভায় জানান যে, পুরাতন যান্ত্রিক ওয়েব্রীজ স্কেল এবং যান্ত্রিক প্লাটফরম স্কেলের মেরামত করার জন্য জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ে দক্ষ জনবল পাওয়া যায় না। কেন্দ্রীয়ভাবে মেরামতের ব্যবস্থা করার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সভায় আলোচনা করেন।		
		খ) মহাপরিচালক গুদাম রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ে মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। মহাপরিচালক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগকে নির্দেশ দেন।	খ) মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ বরাদ্দ তথা অনুমোদনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ
		গ) চালে পোকার আক্রমণ বিষয়ে আলোচনা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কীটনাশকের কার্যকারিতা, মেয়াদ ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মকর্তাগণ বলেন ব্যবহার বিধি অনুসারে কীটনাশকের ব্যবহার করা হয় না; আবার কখনও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। বিধায় যথার্থ ফল পাওয়া যায় না। পাশাপাশি একই ধরণের কীটনাশক দীর্ঘদিন খাদ্যশস্যে পোকামাকড়/ কীটপতঙ্গ দমনে ব্যবহারের ফলে কীটপতঙ্গের দেহে এক ধরণের প্রতিরোধ ক্ষমতা (Resistance Capacity) গড়ে ওঠার বিষয়েও আলোচনা হয়।	গ) ব্যবহার বিধি অনুসারে কীটনাশকের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ/সাইলো অধীক্ষ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		ঘ) সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০/০৭/২০১৮খ্রিঃ তারিখে একনেকে অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই/১৮ হতে জুন/২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৬৮৭.৫৭ লাখ টাকা। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী এবং আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তরে এ প্রকল্পের প্রাক্কলন জমা আছে। আগামী ০৭ দিনের মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরে সকল প্রাক্কলন প্রেরণ করতে হবে।	ঘ) সংশ্লিষ্ট আঞ্চালিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ প্রকল্পের আওতায় সকল কাজের প্রাক্কলন আগামী ০৭ দিনের মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ইতোমধ্যে কোন	
		ঙ) চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় নির্মাণ এবং মেরামত কাজের প্রাক্কলন প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	ঙ) সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের মাধ্যমে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় নির্মাণ এবং মেরামত কাজের প্রাক্কলন আগামী ০৭ দিনের মধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	
১০।	অভ্যন্তরীণ অডিট	ক) সফটওয়ারের ব্যবহার ও অডিট নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি আপলোড, হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে ।	ক) (i) খাদ্য অধিদপ্তরের নির্মিতব্য কম্পিউটার ল্যাবে অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে । প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে । (ii) সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে । এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক প্রশিক্ষণ বিভাগ, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, ও প্রধান মিলার, প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং সাইলো অধীক্ষক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ (সকল), সিস্টেম এনালিস্ট,

মোঃ আরিফুর রহমান
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢা

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		খ) মাঠ পর্যায়ে আঞ্চলিক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয় হতে আগামী ৩ মাসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি অডিট সফটওয়ারে আপলোড সম্ভব হবে না ।	খ) (i) পুরাতন আপত্তিসমূহ সফটওয়ারে অপলোড বিষয়ে আইসিটি নীতিমালা ও এটুআই এর সাথে পরামর্শ করে আগামী সভায় প্রস্তাব পেশ করতে হবে । (ii) ২০১৮-২০১৯ সন হতে উদ্ভুত নতুন আপত্তিসমূহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপলোড করতে হবে।	সিস্টেম এনালিস্ট, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		গ) প্রতিটি বিভাগে প্রতি দুইমাস অন্তর আবশ্যিকভাবে বিভাগীয় নিরীক্ষা কমিটির সভা আয়োজন করার নির্দেশনা থাকলেও সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে দীর্ঘদিন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি ।	গ) (i) অবিলম্বে রাজশাহী ও সিলেট বিভাগে সভা আহবান করতে হবে । অন্যান্য বিভাগে ২ মাস অন্তর নিয়মিতভাবে সভা আহবান করতে হবে। (ii) বিভাগীয় নিরীক্ষা কমিটি সভা সম্পর্কিত আদেশ রিভিউ করতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)।
		ঘ) গতমাসে রাজশাহী বিভাগ হতে ৮টি এবং রংপুর বিভাগ হতে ১টি সর্বমোট ০৯টি ব্রডশিট পাওয়া গেছে, যা খুবই অপ্রতুল। বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৪১৯৪৫ টি।	ঘ) অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতি মাসে প্রতি বিভাগ হতে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)।
১১।	বাণিজ্যিক অডিট	ক) দ্বি-পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জানান যে, সভায় সুপারিশ করা অনুচ্ছেদের জারিপত্র সময়মত পাওয়া যায় না।	ক) দ্বি-পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। সভার কার্যপত্রে, সকল প্রমাণক সুচারুভাবে সংলগ্নি হিসাবে সংযুক্ত করতে হবে ।	সকল পরিচালক/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		খ) অতিরিক্ত পরিচালক সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায় হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যাচ্ছে না । বিশেষতঃ খসড়া ও সংকলন অনুচ্ছেদের জবাব পাওয়াই যায় না।	খ) কোন ভাবেই যেন জবাব প্রেরণ না করার জন্য আপত্তিসমূহ পরবর্তী ধাপে উন্নীত না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং১৮৫ তারিখ ০২/০৪/১৮খ্রিঃ মোতাবেক নির্ধারিত টার্গেট অর্জন করে জবাব প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
১২।	বিবিধ (APA, ই-ফাইলিং, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য)	<u>ক) PIMS Software হালনাগাদকরণ-</u> PIMS Software মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিএসডি, সাইলোসহ অন্যান্য কার্যলয় হতে হালনাগাদ করা হচ্ছে না। বিশেষ করে পদোন্নতি প্রাপ্তদের পদোন্নতি ও পোস্টিং এর তথ্য হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এছাড়াও দেখা গেছে ১১-২০ তম গ্রেডে কর্মরতদের সংখ্যা PIMS ডাটাবেজে প্রাপ্ত সংখ্যার চেয়ে অধিক। এতে লক্ষণীয় যে, কোন সংস্থাপনায় কতজন কর্মরত রয়েছেন তার সঠিক তথ্য খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সংস্থাপনায় এন্ট্রি করা হয়নি। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের ২৬/০৪/২০১৮ তারিখের ১৫১নং স্মারকে PIMS Software এর প্রতিবেদনের সাথে মিলিয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও সেভাবে প্রেরিত হচ্ছে না এবং সকল কার্যালয় প্রেরণ করছে না। ফলে এ সকল তথ্যের গড়মিল বের করা যাচ্ছে না। নিয়োগসহ কোন কাজে এ সকল ডাটা ব্যবহার করা যাচ্ছে না।	ক) কর্মরতদের সঠিক তথ্য PIMS Software এ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং সকল সংস্থাপনা হতে PIMS Software এর সাথে মিল রেখে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিএসডি ও সাইলোসমূহ।

মোঃ আরিফুর রহমান অ
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		খ) APA- এ সংক্রান্ত: জেলা কার্যালয়ের APA- এ চুক্তির তালিকা এখনও পাওয়া যায়নি।	খ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব স্ব বিভাগের সকল জেলার সাথে APA এর চুক্তি সম্পাদনপূর্বক দ্রুত তালিকা প্রেরণ করবেন।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		গ) মাঠ পর্যায়ে ই-নথি বাস্তবায়ন- মাঠ পর্যায়ের যে সকল কার্যালয়ে এখনও ই-নথির প্রশিক্ষণ হয়নি সে সকল কার্যালয় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ই-নথির প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। সে সকল সংস্থাপনা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তারা দ্রুততম সময়ে ই-নথি বাস্তবায়ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তাগিদ রয়েছে।	গ) মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ই-নথির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং দ্রুত স্ব স্ব দপ্তরে ই-নথি বাস্তবায়ন করবেন।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		ঘ) নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ- মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল এটুআই কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সকল ওয়েব সাইটে তথ্য নালনাগাদ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মৌখিক নির্দেশনা রয়েছে। ওয়েব সাইট নালনাগাদ করার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	ঘ) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণসহ ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ নিশ্চিত করবেন।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		ঙ) ইনোভেশন বা উদ্ভাবন চর্চা- মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় ইনোভেশন কার্যক্রম আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারদের ইনোভেশন চর্চা ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা খাদ্য অধিদপ্তর হতে দেয়া হবে। ইনোভেশন রেপ্লিকেশন প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। শুধুমাত্র সিলেট বিভাগ হতে এ বিষয়ে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।	ঙ) মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীতে ইনোভেশন অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ইনোভেটিভ কার্যক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহিত করতে হবে এবং রেপ্লিকেশন প্রতিবেদন চাহিদা মতো দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল দপ্তর।
		চ) উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণা আহ্বান ও প্রাপ্ত উদ্ভাবনী সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে যেকোন ছোট উদ্ভাবন ধারণা নাগরিকের অনেক বড় কষ্ট লাঘবে ভূমিকা রাখতে পারে এবং সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে সফল করে তুলতে পারে সে লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যে কোন উদ্ভাবন ধারণা ই-মেইলে soft@dgfood.gov.bd ও Info@mofood.gov.bd বা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নাগরিক আবেদন ফরমের লিংকে (http://nothi.gov.bd/dak-nagoriks/online Abedon) এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রস্তাব লিংকের মাধ্যমে প্রেরণ করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরসহ (মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবহিত করা সহ) প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সেই সাথে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কমপক্ষে ০৩টি প্রস্তাব সংগ্রহ পূর্বক যাচাই বাছাই করে ১৬/০৮/২০১৮ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়) এবং প্রধান মিলার, সরকারি ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা, প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং,	চ) মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীতে উদ্ভাবন ধারণা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। উদ্ভাবন চর্চা উৎসাহিত করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

মোঃ আরিফুর রহম
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢ

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঢাকা, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/খুলনা, সাইলো অধীক্ষক, নারায়ণগঞ্জ/ চট্টগ্রাম/আশুগঞ্জ/সান্তাহার/ খুলনা স্টীল সাইলো, খুলনা। (কমপক্ষে ০১টি প্রস্তাব সংগ্রহপূর্বক যাচাই বাছাই করে ১৬/৮/২০১৮ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়)।		
১৩।	শুদ্ধাচার	(ক) মাঠ পর্যায় হতে ১ম কোয়ার্টারের শুদ্ধাচার প্রতিবেদন প্রেরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরে নৈতিকতা কমিটির সভা ও অংশীজনের অংশ গ্রহণে সভা করা হয়েছে। ২৬/৯/২০১৮ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তর ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর এর মধ্যে একটি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠান করা হয়। (গ) শুদ্ধাচার একটি নতুন বিষয়। শুদ্ধাচারের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী মর্মে আলোচনা হয়। খাদ্য অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের জনবলের শুদ্ধাচারের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে প্রশিক্ষণ বিভাগকে নির্দেশ দেয়া হয়।	(ক) ১ম কোয়ার্টারের শুদ্ধাচার প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) মাঠ পর্যায়ে শুদ্ধাচার নীতিমালা অনুসরণে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার আলোকে নৈতিকতা সভা, অংশীজনের অংশ গ্রহণের সভা এবং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ভিডিও কনফারেন্স করতে হবে। (গ) শুদ্ধাচারের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)/ সাইলো অধীক্ষক (সকল)

আর কোন আলোচনা না থাকায় মহাপরিচালক, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৮৪৮৩৪
dg@dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০১.১৪.(অংশ-২). ১৭০৪ (৩০)

তারিখ: ০৮/১০/২০১৮ খ্রি.।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। অতিঃ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক (সকল), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। পরিচালক, প্রশাসন/সবরি/চসসা/পউকা/সংগ্রহ/প্রশিক্ষণ/হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা।
৮। অতিঃ পরিচালক, প্রশাসন/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/এমআইএসএন্ড এম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
১০। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী)
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ফোন-৯৫৬১২০৯
dd.est@dgfood.gov.bd